

সম্পাদকীয়ঃ

বাংলার বুকে যখন কৃষি ও শিল্প নিয়ে নানান যন্ত্রণার কোনো শেষ নেই, তখনও বাঙালী দুর্গা পূজোর নতুন জামা পরে প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ভিন্ন ভাষার গান চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মহান প্রয়াস করে চলেছেন। সৌরভ গাঙ্গুলীর ক্রিকেট কেয়োর কোন দিকে যাবে সে নিয়েও আমাদের ভাবনার অন্ত নেই। তারপর আবার এখন আই-ফোনও এসে গেছে। একেবারে সোনায় সোহাগা। একবার ভাবুন তো, এদিকে ষষ্ঠী আর ওদিকে কলকাতায় ধর্মঘট ডেকেছেন কোন লাল-সবুজ-সাদা-কালো রাজনৈতিক দল! আপনার আমার মন নিশপিশ। ভেবেছিলেন এবার পূজোয় ভাল প্রতিমা দর্শন করবেন। কিন্তু, আপনার মতই বাকি প্রতিমারাও গৃহবন্দী! কি জ্বালা! আশা রাখি এরকম কিছুই হবেনা। তবু “এবার পূজোয় চাই ন্যানো” যখন স্বপ্ন হয়ে রয়ে গেল, তখন “এবার বিজয়ায় চড়ুন পালকি” গোছের এক বার্তা নিয়ে আমাদের প্রকাশ। সত্যি বলতে কি, বিজ্ঞাপন ছাড়া তো দুনিয়া চলেনা, সফট ড্রিংক বলতে কোকা কোলা সবাই খাচ্ছি। ডাবের জলের কি বিজ্ঞাপন হয়? তাই বেচারা ডাব মাঝে মাঝে পূজোর সামগ্রী হয়েই থেকে যায়। তা যাই হোক, পালকি চড়তে পয়সাও লাগেনা। টোটাল ফ্রী। তাই পালকি চড়ুন, পালকি চড়ান।

এবারের পালকিতে নতুন ব্যাপারটা হোলো শারদীয়া। শারদীয়া রাগিণী নিয়ে এই প্রথম পালকি। শারদীয়া শুধু দুর্গা পূজোই নয়, এই সময়টা বাঙ্গালীর সত্যি উৎসবের সময়। ঈদ, অসমিয়া বিহু নাচ, আরো কত সুর জড়িয়ে রয়েছে আমাদের এই শারদীয়া রাগিণীতে অঙ্গঙ্গিতাবে। আমাদের সকলের সেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ সার্থক হোক এই পালকি প্রচেষ্টায় আপনাদের সহযোগিতায় ও স্নেহাশীর্বাদে, এটাই আমাদের শারদীয়ার কামনা।

দীর্ঘ ছ’মাস পরে, আপনাদের সাদর সমর্থন ও সহযোগিতায়, শারদীয়ার গন্ধে ভরপুর পালকির প্রত্যাবর্তন। যে নবীন পালকি তার পথ চলা শুরু করেছিল প্রায় তিন বছর আগে, সে আজ হামাগুড়ি থেকে দু পায়ে ভরে দাঁড়াতে শিখেছে। পথে দেখা হয়েছে নানান বন্ধুর সাথে। আত্মীয়তা বেড়েছে প্রতিদিন। পাঠক পাঠিকা, লেখক লেখিকা হিসাবে শুধু মাত্র সংখ্যার মাপকাঠিতেই নয়, গুণগত বিচারেও পালকিকে সমৃদ্ধ করেছেন আপনারাই। পালকির পঞ্চম প্রকাশ সেই বলিষ্ঠ সমৃদ্ধির প্রমাণ রাখে।

পালকির সঙ্গে এবারে আমরা পেয়েছি বিশিষ্ট লেখিকা ও সাংবাদিক সঙ্গীতা ব্যানার্জি, “চর্চা” বাংলা ই-ম্যাগাজিনের সম্পাদক সুশান্ত বিশ্বাস, ‘রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকেশু’ পত্রিকার সম্পাদক পবিত্র অধিকারী এবং আরো বহু মানুষজনকে। পালকিকে ওনারা নিজেদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন। পালকির পক্ষ থেকে ওনাদের জানাই আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা।

লেখা এসেছে বিশ্বের নানান প্রান্ত থেকে। শুধুমাত্র বাঙালী মানুষই নন, অবাঙালী মানুষও আমাদের পাঠিয়েছেন তাঁদের নানানরকম লেখা, প্রিয় বাঙালী রান্নার রেসিপি। আমেরিকা, জার্মানি, কানাডা, বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ সহ আরও বহু দেশের থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখায় আমাদের সৌন্দর্য বেড়েছে অনেকটাই। পালকির তরফ থেকে সেই সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষের প্রতি রইল চির সবুজ ভালবাসা।

এবারের পালকিতে আবার ভরাট ছোটদের পাতা গুলো। সেই সমস্ত ক্ষুদ্রে চিত্রকর আমাদের দিয়েছেন দারুণ দারুণ সব উপহার। পালকির তরফ থেকে আমাদের শিশু শিল্পীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করলাম।

বিজয়া পরবর্তী পালকিতে রইল পূজো সংক্রান্ত কিছু বিশেষ লেখা।

পালকির পঞ্চম পর্বে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন শমীক ব্যানার্জি। নিজের সবল হাতে পালকির ভার গ্রহণ করে তিনি অত্যন্ত দক্ষতায় পালকির প্রকাশ সহজতর করে তুলেছেন। সাথে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন মধুপর্ণা সান্যাল,

কৌশ্ণভ অধিকারী, সৌম্যশ্রী চক্রবর্তী, কৌশিক দত্ত, সৌম্যব্রত ঘোষ, শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অশুভি আরো অনেকে। বিশেষ ভাবে সম্পাদনার কাজে হাত মিলিয়েছেন অংকন বসু, সৌতিক সিংহ এবং দেবশীষ গুহনিয়োগী।

সম্পাদকঃ অংকন বসু, সৌতিক সিংহ, দেবশীষ গুহনিয়োগী।

সহ সম্পাদনাঃ কৌশিক দত্ত, সৌম্যশ্রী চক্রবর্তী, মধুপর্ণা সান্যাল, কৌশ্ণভ অধিকারী, উজ্জ্বল সরকার, মিতা দাস।

Copy-সম্পাদনা এবং ডকুমেন্ট প্রস্তুতিঃ কৌশিক দত্ত

প্রচ্ছদঃ সৌতিক সিংহ, শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক ব্যানার্জী, উজ্জ্বল সরকার, সৌম্যব্রত ঘোষ।

পালকি কর্মাধ্যক্ষঃ শমীক ব্যানার্জী।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

পালকির পঞ্চম প্রকাশে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন উজ্জ্বল সরকার এবং মিতা দাস। আমেরিকায় রসায়ন এবং গণিত শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষারত এই বিশিষ্ট দম্পতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজের সাথে যুক্ত। এঁরা তাঁদের বিশ্ব জোড়া বন্ধুর কাছ থেকে জোগাড় করে দিয়েছেন পালকির অর্ধেকের বেশি লেখা। শুধু লেখা জোগাড় করেই ওনারা ক্ষান্ত হননি। যাঁরা এই উজ্জ্বল দম্পতিকে লেখা দিয়েছেন, তাঁদের লেখার ভুলত্রুটি, ত্রুটি বিচ্যুতি নিজেরাই ঠিক করেছেন। তাঁদের অসামান্য কাজের দরুন পালকি সম্পাদনা অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতেও এই বিশেষ দম্পতির কাছে আমরা সমরূপ সাহায্যের দাবী রাখলাম।

বিশেষ ঘোষণাঃ



ওয়েব সাইটঃ <http://www.charchaonubad.org>

পালকির সাথে আর এক সমসাময়িক অনবদ্য বাংলা ই-পত্রিকা “চর্চা”—র মেলবন্ধন ঘটেছে। মাননীয় সুশান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত চর্চা অনুবাদভিত্তিক এক অনন্যসাধারণ বাংলা পত্রিকা। খুব কমসংখ্যক বাংলা পত্রিকায় এই ধরনের অসামান্য সাহিত্যিক প্রয়াস দেখা যায়। চর্চা পালকির বন্ধুত্ব গ্রহণ করায় আমরা সম্মানিত। ভারতবর্ষের নানান আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক ভাষা সহ নানান বিদেশী ভাষার সাহিত্য বাঙালীর আপন মাতৃভাষায় তুলে ধরেছে এই পত্রিকা। পালকির তরফ থেকে চর্চার সম্পাদক সুশান্ত বিশ্বাস, সহ-সম্পাদিকা বার্না বিশ্বাস এবং সমস্ত সহযোগী কুশলবৃন্দের প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও ভালবাসা। পালকির সমস্ত পাঠক পাঠিকা, লেখক লেখিকার কাছে অনুরোধ রইল যেন তাঁরা চর্চাকেও সমাদরে গ্রহণ করেন।

Statutory Disclaimer:

- The views, opinions and ideas expressed by the authors in their submissions are **exclusively** their own.
- Submissions have been considered solely based on their **literary value**, celebrating the fundamental principles of freedom of speech and thought, **not** subject to any editorial censorship.
- However, the acceptance of any particular submission for publication in Palki **does not construe** any express endorsement whatsoever of the author's viewpoints by Palki, calcuttans.com, calcuttaglobalchat.net or any of their family of websites.